JUN 06 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বোর্ডের পরীক্ষায় নকল পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সঙ্কট ও জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা নকলমুক্ত হবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যায়। দেশের অধিকাংশ সরকারী স্কুল ও কলেজে দারুণ শিক্ষক সঙ্কট। অনেক সরকারী স্কুল ও কলেজে মঞ্জুরিকৃত শিক্ষক পদের প্রায় ৩০ ভাগ পদ শূন্য। অনেক বিষয়ে কোনো শিক্ষকই নেই। এ ছাড়া দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান, ক্লাসে উপস্থিতির হার, নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, নির্ধারিত সিলেবাস সম্পন্ন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম বিরাজমান। এ বিষয়ে কোন জবাবদিহিতাও নেই। কোন শাস্তির বিধি-বিধানও নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের নকল না করা পরামর্শের পাশাপাশি এ বিষয়গুলোর ওপর সরকারের নজর অবশ্যই দিতে হবে। ক্লাসে ঠিকমত পড়াশোনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা সাহসের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। শহরের তুলনায় গ্রামের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় নকলের প্রবণতা অনেক বেশী। এর মূল কারণ ক্লাসে ঠিকমত পড়াশোনা করানো হয় না। বেসরকারী কলেজে শিক্ষকগণ যান বেতনের দিন, ছাত্ররা যায় পরীক্ষার দিন। নকল প্রতিরোধের পূর্ব শর্ত হলো ক্লাসে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। যে ছাত্র বা ছাত্রীটি সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত থেকে পড়াশোনা করে পরীক্ষার হলে বসবে, সে অবশ্যই নকলের মতো চুরি বিদ্যার কথা চিন্তা করবে না। শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ফাহমিদা খাতুন পলি,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।